১৫৩৪৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৩ সালের ডিগ্রীর রেজাল্ট আজও প্রকাশিত হয়নি

প্রত্যয় জসীম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা ১৯৯৫ সালের শেষে এসেও রেজাল্ট পাচ্ছে না। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পর প্রায় এগারো মাস চলে গেছে অথচ আজও রেজাল্ট দেয়া হচ্ছে না। নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের কথা। জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পরীক্ষার এটাই হচ্ছে শেষ ব্যাচ। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯৪ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯৫ সালের ডিগ্রী পরীক্ষাও নবেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় বিশ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আজ বিপন্ন। এতদিন পরও কেন রেজাল্ট দেয়া হচ্ছে না— এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যথা নেই বলে মনে হচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে সময়মতো ফল পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর বৈধ অধিকার। এভাবে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ঝুলিয়ে রাখার কোন অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আছে বলে মনে হয় না।

বিলম্বে ফল প্রকাশ, পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, খাতা কেলেঙ্কারি, সার্টিফিকেট বিক্রি, এসব অবৈধ কাজে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ অসংখ্য। বর্তমানে ডিগ্রীর রেজাল্ট প্রকাশে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ বাংলাদেশে এই প্রথম। ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়া একজন ছাত্রী অত্যন্ত দুঃখের সাথে উচ্চারণ করছে, "পরীক্ষা দিয়েও যদি বছরের পর বছর বসে থাকতে হয় তাহলে আমাদের দেশে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এমনিতেই বন্ধ করে দিতে হবে।" গরিব মানুষের করের টাকা আর বিদেশী সাহায্যের ওপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে। এভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতির অভিযোগ কি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চোখে পড়ে না? বিশ্ববিদ্যালয় মানবসম্পদ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা কি হচ্ছে? উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের নামে অনেক অভিযোগ আছে। ইতোপূর্বে দুর্নীতির দায়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ চারজন কর্মচারীর চাকরি চলে যায়। বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভারপ্রাপ্ত। তবু অনেকের অভিযোগ দুর্নীতি চলছে ভিতরে। ভিতরে ডিগ্রীর ফল প্রকাশের বিলম্বের এটাও নাকি একটা কারণ।

পরীক্ষার্থীদের দাবি, অবিলম্বে ডিগ্রীর রেজাল্ট দেয়া হোক। অনিয়ম, অব্যবস্থায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে বন্দী করে রাখার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।